ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

নতুন পরিচয়ে বিপাশা
পৃঃ ৫

বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচে বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলবেন না কোহলি!
পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১৪৭ ● কলকাতা ● ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ ● শুক্রবার ● ৩১ মে, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

কাউন্টিং এজেন্ট' হিসাবে
কোনও শিক্ষককে নিয়োগ করা যাবে না

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : 'কাউন্টিং এজেন্ট' হিসাবে কোনও শিক্ষককে নিয়োগ করা যাবে না। এই মর্মে নির্দেশিকা জারি করল নির্বাচন কমিশন। বৃহস্পতিবার নির্দেশিকায় কমিশন জানিয়েছে, রাজ্যের কোনও সরকারি এবং সরকারপোষিত স্কুলে কর্মরত শিক্ষকদের ভোটগণনার সময়ে 'কাউন্টিং এজেন্ট' হিসাবে নিয়োগ করা যাবে না। স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী, যে কোনও শিক্ষকের ক্ষেত্রেই এই নির্দেশ প্রযোজ্য হবে।নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, ভোটগণনার সময়ে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসারের তত্ত্বাবধানে এবং নির্দেশে, প্রার্থীদের উপস্থিতিতে গণনার কাজ চলে। কিন্তু একাধিক জায়গায় গণনার কাজ হওয়ার কারণে প্রার্থীর একার পক্ষে সর্বত্র একই সময়ে উপস্থিত থাকা সম্ভব হয় না। সেই কারণে তাঁরা নিজেদের পক্ষে

এরপর ৩ পাতায়

রেশন দুর্নীতির মামলায়
অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে ডেকে পাঠাল ইডি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দুর্নীতির মামলায় অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে ডেকে পাঠাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। ২০১৯ সালে অর্থলগ্নি সংস্থা রোজভ্যালির আর্থিক নয়ছয়ের মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের প্রায় পাঁচ বছর পরে আবার অন্য মামলায় ইডি তলব করল তাঁকে। বৃহস্পতিবার ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, ৫ জুন তাঁকে ইডির দফতরে ডেকে পাঠানো হয়েছে।এর আগে ২০১৯ সালের জুলাইয়ে ঋতুপর্ণা এবং অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে রোজভ্যালিকাণ্ডের তদন্তকারী সংস্থা ইডি জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। এক সময়ে বেশ কিছু বাংলা ছবি প্রযোজনা করেছিল রোজভ্যালি সংস্থা। সেই সূত্রেই ঋতুপর্ণার সঙ্গে সংস্থার কর্ণধার গৌতম কুণ্ডুর যোগাযোগ হয়েছিল বলে ইডির তরফে সে সময় জানানো হয়েছিল।

পরবর্তী সময়ে টলিউড অভিনেত্রীর সংস্থার সঙ্গে একটি চুক্তি হয়েছিল রোজভ্যালি গোষ্ঠীর। গৌতমের সংস্থার প্রযোজনায় কয়েকটি ছবিতে অভিনয়ও করেছিলেন ঋতুপর্ণা। সে সংক্রান্ত আর্থিক লেনদেন নিয়ে পাঁচ বছর আগেই সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করে তাঁর থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছিল

এরপর ৩ পাতায়

বিজেপির সংখ্যালঘু শাখার এক নেতার মতে,
প্রথম দফার পর থেকে যে চড়া তারে মুসলিমদের আক্রমণের সুর বেঁধে দিয়েছিলেন মোদী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিশেষত পসমন্দা সমাজকে কাছে টানতে দলীয় কর্মীদের এগিয়ে আসতে বলেছিলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আবার লোকসভা ভোটের প্রচারে নেমে হিন্দু ভোটের মেরুকরণের লক্ষ্যে মুসলিমদের সব থেকে বেশি আক্রমণ শানিয়েছেন সেই মোদীই। ভোট-বিশেষজ্ঞদের মতে, মোদীর এমন বিপরীত অবস্থান আখেরে বিজেপির মুসলিম ভোটকে কাছে টানার উদ্যোগেই পুরোদস্তুর জল ঢেলে দিয়েছে।বিরোধী 'ইন্ডিয়া' মঞ্চের নেতারা মনে করছেন, বিজেপি উন্নয়নের ছবি দেখিয়ে ভোটের প্রচার করলে তাদের মুসলিম ভোট পাওয়ার ক্ষীণ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু যে ভাবে এ বারের প্রচারে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভাজনের রাজনীতি করা হয়েছে, তাতে ধর্মনিরপেক্ষ হিন্দু সমাজেরও বড় অংশ বিজেপির উপরে অসন্তুষ্ট। ফলে বিজেপির এ বার ক্ষমতা ধরে রাখতে ব্যর্থ হবে বলেই 'ইন্ডিয়া' নিশ্চিত।বিজেপি নেতৃত্ব ঘরোয়া ভাবে মানছেন, তীব্র মেরুকরণের হাওয়া ইন্ডিয়া মঞ্চকেই মুসলিমদের সমর্থন পাওয়ার ক্ষেত্রে ফায়দা করে দিয়েছে।

মুসলিম সমাজ যে ঢালাও ভাবে বিজেপির সমর্থনে এগিয়ে আসতে পারে, সেই বার্তা

এরপর ৩ পাতায়

বাংলায় গেরুয়া সুনামি আসছে,
শেষ দফার ভোটেও চমকপ্রদ ফল হবে'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বৃহস্পতিবার দুপুর তখন আড়াইটে। সপ্তম দফার ভোটের আগে এদিনই শেষ প্রচার। সুকান্ত সেতু থেকে তাঁর পদযাত্রা শুরু করার মুহূর্তেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করলেন, তিনি ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছেন। তিনি নিশ্চিত। মমতার এ কথায় অবশ্য আমল দিতে চাননি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বাংলায় বিজেপির সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বরং মুচকি হেসে বলছেন, 'কত জন মন্ত্রী আর বিধায়ক আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল তা ৪ তারিখের পর বলব। বাংলায় গেরুয়া সুনামি আসছে। শেষ দফার ভোটেও চমকপ্রদ ফল হবে'।

দু'দিন আগে একটি সংবাদমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র

এরপর ৩ পাতায়

শেষ প্রচারে বাসন্তীতে সবুজ ঝড়!

নুরসেলিম লস্কর, বাসন্তী : নিউজ সারাদিন : দেশ জুড়ে চলা লোকসভা নির্বাচনের শেষ দফা নির্বাচন আগামী শনিবার আর অন্তিম দফা ভোটের আগে বৃহস্পতিবার জুড়ে শেষ প্রচারে জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তথা দু-বারের সাংসদ প্রতিমা মন্ডলের সমর্থনে বাসন্তী বিধানসভা জুড়ে দিন ভোর চললো সবুজ ঝড়! নফরগঞ্জ থেকে শুরু করে কাঁঠালবেড়িয়া সহ আঠারোবাকি গ্রাম-পঞ্চায়েত সহ সমস্ত অঞ্চল গুলিতে নির্বাচনী সভা,পথসভার সাথে চললো আটো, টোটো করেও প্রচার। আর এদিনের তৃণমূলের বাসন্তী বিধানসভার প্রচার কর্মসুচির মধ্যে বিশেষ করে নজর কাড়লো রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকাত মোল্লার নির্দেশে আঠারোবাকি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে হওয়া বিশাল পথসভা। প্রায় দশ কিলোমিটার রাস্তা পায়ে হেঁটে কয়েক হাজার সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে চললো বিশাল পথসভা। আর এই পথ সভায় তৃণমূল সমর্থকরা দলীয় পতাকা, ব্যানার, পোস্টার নিয়ে হাঁটলেন আর মহিলা সমর্থকরা লক্ষীর ভান্ডার, স্বাস্থ সাথী সহ রাজ্য সরকারের একাধিক জনমুখী প্রকল্পের পোস্টার, প্ল্যাকার্ড সহ বড়ো বড়ো কার্ডআউট নিয়ে পা মেলালেন এই পথসভায়। যে দৃশ্য দেখে তৃণমূলের হাঁসি চাওড়া হতে পারে! কারণ তৃণমূল সুপ্রিমো তথা এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন যেখানে নির্বাচনী সভা করেছেন! তখনই তাঁর বক্তব্যের একটা বড়ো অংশ জুড়ে মহিলা ভোট ব্যাংকের কথা মাথায় রেখে তিনি বার বার মহিলা ভোটার দের লক্ষীর ভান্ডারের কথা স্মরণ করিয়েছেন। আর এদিন শেষ দিনের প্রচারের বাসন্তী বিধানসভার মধ্যে সবুজ ঝড় তোলার অন্যতম কারিগর তথা আঠারোবাকি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সাইদুল সরদার কে এই পথ সভা সম্পর্কে ও তৃণমূল কংগ্রেসের ফলাফল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন যে " আমাদের এই পথ সভা আমরা আমাদের আঠারোবাকি অঞ্চল তৃণমূলের পক্ষ থেকে ও রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক জনাব শওকাত মোল্লার নির্দেশে জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের আমাদের প্রার্থী, তথা দু, দুবারের সংসদ মাননীয়া প্রতিমা মন্ডলের সমর্থনে আজ করা হলো। আর আপনরা এই পথসভায় সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান দেখে নিশ্চই বুঝতে পারছেন যে জয়নগর লোকসভায় তৃণমূলের জয় এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা! আমাদের আসা আমাদের প্রার্থী চার লক্ষ্যেরও বেশি ভোটে জিতবেন! চার তারিখে মিলিয়ে নেবেন! আর বিজেপি সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি আরও বলেন যে, বাসন্তী সহ জয়নগর জুড়ে বিজেপি শনিবারে বুধে বুধে তাদের নির্বাচনী এজেন্ট খুঁজে বেড়াচ্ছে এখন ! আর শুনলাম তো ওরা বুধে বুধে নির্বাচনের দিনে এজেন্ট দিতে না পেরেও থাকবে নাকি এজেন্টদের সাজানো নাম দিয়ে দলের থেকে টাকা নাকি নিয়ে নিচ্ছেন ওদের কিছু জেলা নেতারা! " তবে তৃণমূল নেতার এই দাবি প্রসঙ্গে বিজেপির জয়নগর সংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক বিকাশ সরদার এবিষয়ে বলেন, "টাকা চুরি, গরু চুরি সহ কয়লা চুরির কেসে বিজেপি নেতাদের নাম নেই নাম আছে শওকাত মোল্লা, অভিষেক ব্যানার্জীদের তৃণমূল নেতাদের বলুন এলাকায় এলাকায় সন্ত্রাস না করে মানুষ কে তাদের নিজেদের ভোট নিজেদের দিতে দিক তাহলে বুঝতে পারবে কথায় এজেন্ট আছে আর কোথায় নেই!সব ইভিএমে ফুঁটে উঠবে চার তারিখে"।

অংক কষে ভোটের ফলাফল জানালেন

তমলুকের তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : একেবারে গোধূলিবেলায় এসে পৌঁছেছে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন। আগামী ১ জুন ভোট সপ্তমী মিটলেই ৪ জুন ফলাফল ঘোষণার অপেক্ষায় প্রহর গোনা শুরু হয়ে যাবে গোটা দেশবাসীর। কিন্তু বাংলায় ফলাফল কি হতে চলেছে তা নিয়ে মাথা থার শেষ নেই রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের। কন্তু এদিন দেখা গেল দলের প্রধানদের হিসাবকে টেক্কা দিয়েই দেবাংশু এদিন বিজেপির আসন সংখ্যার যে হিসেব দিয়েছেন তা অনেক বেশি। আবার অনেকের মতে, বিজেপি নিজেই নিজেদের জন্য এতগুলো আসন পাবে বলে ধরেছে কিনা সেটা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।তাই ভোট গ্রহণ পর্ব শেষ হওয়ার আগে থেকেই একে একে আসতে চলেছে নানান ভবিষ্যদ্বাণী । যদিও এবার রাজ্যে আরও চওড়া থাবা বসাতে মরিয়া বিজেপি। আর এই ব্যাপারে তারা যে সফল হবে তা একপ্রকার নিশ্চিত কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। তাই ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হওয়ার আগেই রাজ্যের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে ইতিমধ্যেই বড় ঘোষণা করে ফেলে ফেলেছে বিজেপি।

অন্যদিকে রাজ্যের শাসক দল

এরপর ৩ পাতায়

ট্রুকলারের সক্রিয় ব্যবহারকারীর

সংখ্যা ৪০০ মিলিয়ন ছাড়ালো!

কলকাতা, ৩০ মে ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : পরিচিতি যাচাইকরণ এবং অবাঞ্ছিত যোগাযোগ আটকানোর ক্ষেত্রে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্ল্যাটফর্ম ট্রুকলার মাসিক ৪০০ মিলিয়ন ব্যবহারকারীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন করার কথা ঘোষণা করতে পেরে গর্বিত। বিভিন্ন ভৌগলিক বাজারে ট্রুকলারের ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এ'বছর ৩১ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত তাদের ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়েছে ১০.১ মিলিয়ন!

ট্রুকলারের সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও অ্যালান মামেডি বলেন, "প্রতি মাসে ৪০০ মিলিয়ন সক্রিয় ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছানো এক উল্লেখযোগ্য বিষয় যার জন্য আমরা অবশ্যই খুব গর্বিত, কিন্তু একই সঙ্গে আমরা জানি যে বর্তমান বিশ্বে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীদের কাছে ট্রুকলারের মতো একটি সমাধানসূত্রের প্রয়োজনীয়তা আরও বৃহত্তর। দুর্ভাগ্যবশত ফোনের মাধ্যমে অবাঞ্ছিত যোগাযোগ, স্প্যাম এবং জালিয়াতির সমস্যা ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক উভয় ক্ষেত্রেই বেড়ে চলেছে। নতুন প্রযুক্তি এবং প্রতারকদের অর্থ উপার্জনের ক্রমবর্ধমান সুযোগ এই জালিয়াতি বৃদ্ধিতে উৎসাহ দিচ্ছে। তার মোকাবিলা করতে আমরা আমাদের অ্যাপ ক্রমাগত বিকশিত করে চলেছি এবং ফোন কল ও এসএমএসের আসার আগে, ফোন চলাকালীন এবং কলের পরে আমাদের ব্যবহারকারীদের সুরক্ষার জন্য নিত্য নতুন কার্যকারিতা যোগ করে চলেছি।"

ট্রুকলারের প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২৪ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে তাদের সক্রিয় ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল প্রতি মাসে গড়ে ৩৮৩.৪ মিলিয়ন এবং ত্রৈমাসিকের শেষে, মাসিক সক্রিয় ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল ৩৮৯.৯ মিলিয়ন। ট্রুকলার তাদের অন্তর্বর্তী প্রতিবেদনের অংশ হিসেবে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মাসিক এবং দৈনিক ব্যবহারকারীর গড় সংখ্যা জানাতে থাকবে।

ট্রুকলারের পরিচয়:

ট্রুকলার মোবাইল ব্যবহারকারীদের মধ্যে সুরক্ষিত ও প্রাসঙ্গিক বার্তালাপের সুবিধা দেয়-যা ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে গ্রাহকদের সঙ্গে সংযোগের কার্যকারিতা বাড়ায়। ডিজিটাল অর্থনীতিতে বিশেষ করে উঠতি বাজারের ক্ষেত্রে ভুয়ো ও আবাঞ্ছিত ফোন কল এখন এক সার্বজনিক অসুখে পরিণত হয়েছে। ট্রুকলারের লক্ষ্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করা। ৪০০ মিলিয়নের বেশি সক্রিয় ব্যবহারকারীর কাছে ট্রুকলার প্রতিদিনের যোগাযোগের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সূচনা থেকে এখন পর্যন্ত এক বিলিয়নেরও বেশি ডাউনলোড হওয়া ট্রুকলার ২০২৩ সালে প্রায় ৫০ বিলিয়ন অবাঞ্ছিত কলকে চিহ্নিত ও ব্লক করেছে। ২০০৯ সাল থেকে স্টকহোমে সদর দফতর থাকা ট্রুকলার সহ-প্রতিষ্ঠাতার নেতৃত্বাধীন বাণিজ্যিক উদ্যোগ সংস্থা যাকে পরিচালনা করে অত্যন্ত অভিজ্ঞ ম্যানেজমেন্ট টিম। ট্রুকলার ২০২১ সালের অক্টোবর থেকে স্টকহোমের নাসডাক-এ নিবন্ধিত সংস্থা। আরও বিশদে জানতে truecaller.com দেখুন।

ট্রাম কর্মীরা তাদের মৌলিক অধিকার

পাচ্ছেন না- অর্ণব চ্যাটার্জি

জয়দীপ যাদব : কলকাতা : নিউজ সারাদিন : বামফ্রন্ট শাসনের পরেও বাংলার ট্রাম পরিষেবা কর্মীরা তাদের মৌলিক অধিকার পাচ্ছেন না। তবে এখন তা হবে না এবং ট্রাম পরিষেবার সাথে যুক্ত শ্রমিকরা তাদের অধিকার বজায় রাখবে। ভারতীয় জনতা মজদুর সেল সমর্থিত কলকাতা ট্রাম মজদুর পঞ্চায়েতের রাজ্য সভাপতি অর্ণব চ্যাটার্জি মিঠু আজ এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান। অর্ণব চ্যাটার্জির অভিযোগ, অন্যান্য ইউনিয়নে পরিবহন অফিসে লুটপাট চলছে এবং অবসরপ্রাপ্তরা পিএফ-এর আশয় হয়রানির শিকার হোচ্ছেন। ট্রাম সার্ভিসের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের দাবি মানা না হলে এবং মৌলিক সুযোগ-সুবিধা না দেওয়া হলে আগামী ৪ জুন থেকে ১১টি ডিপোতে আন্দোলন শুরু হবে। কলকাতা ট্রাম মজদুর পঞ্চায়েতের রাজ্য সভাপতি অর্ণব চট্টোপাধ্যায় মিঠু অভিযোগ, দপ্তরের ডেপুটি এমডি সোমেন মাইতি কলকাতা ট্রাম মজদুর পঞ্চায়েতের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের হুমকি দিচ্ছেন, কিন্তু তাদের মনে রাখতে হবে দেশ ও রাজ্যে হুমকি দিয়ে নয়, সংবিধান দ্বারা পরিচালিত। এ সময় বক্তব্য রাখেন কলকাতা ট্রাম মজদুর পঞ্চায়েত রাজ্যের সহ-সভাপতি রাজু আয়েঙ্গার এবং দিলীপ রাই, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণকান্ত সিং। সহ-সাধারণ সম্পাদক অভিক রাই, সচিব সঞ্জীব সাহা, সঞ্জয় কুমার তিওয়ারি, সঞ্জয় রাম এবং অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

পঞ্চগ্রাম এর শেষ ও

চাঁদা গ্রামের শুরুতে কালভার্ট নয় যেন মরণফাঁদ বিপাকে এলাকাবাসী!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাইজিদ মণ্ডল ডায়মন্ড হারবার: নিউজ সারাদিন : কালভার্টের এক পাশ ভেঙে গর্ত তৈরি হয় প্রায় এক মাস আগে। এরপর দিনে দিনে গর্ত বড় হয়েছে, কিন্তু ভাঙা অংশ সংস্কার হয়নি। দুর্ঘটনার ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছেন যানবাহন সাধারণ মানুষ। এটি ডায়মন্ড হারবার ১ নম্বর ব্লকে বাসুল ডাঙ্গা অঞ্চলে পঞ্চগ্রাম এর শেষ ও চাঁদা গ্রামের শুরুতে একটি কালভার্টের বেহাল অবস্থান। প্রায় এক কিলোমিটারের বেশি এই কংক্রিটের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন দু তিন গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ।রাস্তার কালভার্টটি ভেঙে গিয়ে মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। ১ মাস আগে কালভার্টটির মাঝ বরাবর অনেকখানি জায়গা ভেঙে গেলেও এখন পর্যন্ত তা সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়নি। রাস্তা দিয়ে আসা-যাওয়া করা পথচারী ও যানবাহন চালক সহ আশপাশের কয়েক গ্রামের হাজার হাজার জনসাধারণকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজে যাতায়াত ভোগান্তিতে পড়ছে প্রতিনিয়ত। বিপদজনক কালভার্টের বিশাল গর্তে ছোট-বড় নানা দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন পথচারীরা। সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, কালভার্টটির অর্ধেক অংশের ঢালাই ধসে গিয়েছে,দেখা দিয়েছে বিশাল গর্ত। বাকি যেটুকু আছে তাও যে কোন মুহূর্তেই ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষ করে রাতের বেলায় এই কালভার্টের ওপর দিয়ে যাতায়াতকালে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বেড়ে যায়। স্থানীয়রা জানান হাটবাজারে কৃষিপণ্য সরবরাহ করা, হাসপাতালে রোগী নিয়ে যাতায়াতে কিংবা অন্যান্য কাজে বাজারের সাথে যোগাযোগ করতে প্রতিদিন এই রাস্তায় কয়েকশ মোটরসাইকেল, টটো ঝুঁকি নিয়ে যাত্রীসহ আসা-যাওয়া করে। এছাড়াও চাঁদা গ্রামের শত শত স্কুল পড়ুয়া সহ প্রাথমিকের গন্ডি না পেরোনো শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের প্রধান রাস্তা এটি। প্রাণঘাতী কোন দুর্ঘটনা ঘটার আগে খুব দ্রত এখানে একটি নতুন কালভার্ট মেরামতের দাবি স্থানীয়দের। স্থানীয় টটো চালক রা বলেন,এই খানে গাড়ি চালাতে আমাদের অনেক সমস্যা হয়। যতটুকু সম্ভব সাবধানে চালাই কিন্তু অনেকেরই খেয়াল থাকে না। চলতি অবস্থায় অনেকে এসে গর্তের মুখে পড়ে দুর্ঘটনার স্বীকার হয়। আমরা চাই এইখানে নতুন একটা মজবুত ভাবে কালভার্ট নির্মাণ করা হোক। উল্লেখ্য কয়েক বছর আগে তৎকালীন গ্রাম সদস্য আনোয়ার লস্করের আমলে এটি নির্মাণ করা হয়েছিলো। স্থানীয় এক মহিলা জানান, কালভার্টটি তো অনেক আগে কোনরকম জনসাধারণ মানুষ ও হালকা যানবহন চলার জন্য নির্মান করা হয়েছিল, এখন এর উপর ভারী যানবাহন চলাচল এর জন্য যার কারনে এটি ভেঙে এখন নাজেহাল অবস্থা। এখানে ভেঙে গর্ত তৈরি হওয়ায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাতায়াতে সমস্যা পোহাতে হয়। মোটরসাইকেলে ঝুঁকি নিয়ে যাত্রীরা আসা-যাওয়া করে, এটি খুবই ঝুঁকিপূর্ন। সরকারি ভাবে নতুন করে কখন পুনরুদ্ধার এটা হবে সেটা এখন দেখার অপেক্ষায়।

শাজাহান যদি আবার ফিরে আসে

শুরু হবে আগের মত নৈশাচারী সেই অত্যাচার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শেখ শাহজাহান এখন তৃণমূলের বহিষ্কৃত নেতা। তার বিরুদ্ধে এবার ইডি চার্জশিট দাখিল করল। এর আগে সিবিআই সাজাহানের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করেছিল। শুধু শাজাহান নয়, ইডির চার্জশিটে নামা রয়েছে শাহজাহানের ভাই এবং আরও দুইজনের।কৃষক, আদিবাসী, মাছের ব্যবসায়ী, এজেন্ট, আমদানিকারক, জমির মালিক থেকে শুরু করে ঠিকাদার সহ আরও অনেকজনের সঙ্গে কথা বলেন তদন্তকারী অফিসাররা। তদন্ত চালিয়ে তারা তিনটে গাড়ি, বাজেয়াপ্ত করে। এর মধ্যে একটি গাড়ি আবার শাজাহানের ভাই আলমগীরের। পাশাপাশি স্থাবর-অস্থাবর মিলিয়ে মোট ২৭.০৮ কোটির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।আজ বৃহস্পতিবার সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে এই চার্জশিট জমা দেওয়া হয়। মূলত, আর্থিক নয়ছয়, প্রতারণা সংক্রান্ত মামলায় এই চার্জশিট পেশ করা হয়েছে। ইডি সূত্রে খবর, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ অন্তত ১৩টি এফআইআর দায়ের করেছিল। তার ভিত্তিতেই এই তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হল। শাজাহানের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনেও মামলা হয়েছিল।

সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে শাহজাহান তার সঙ্গীদের নিয়ে একেবারে তোলাবাজি থেকে শুরু করে খুন হানাহানি কিছুই বাদ রাখেনি। এক কথায় যাকে বলে সন্ত্রাসের রাজত্ব তৈরি করেছিল শাহজাহান। শাহজাহানের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগের পরে তদন্তে নামে ইডি। ইডির আধিকারিকেরা অনেকের সঙ্গে কথা বলে।

এদিকে বুধবার সন্দেশখালীতে যান ইডির আধিকারিকরা। কথা বলেন গ্রামবাসীদের সঙ্গে। উঠে আসে হাড়হিম করা তথ্য। তারা জানান জমিতে নোনা জল ঢুকিয়ে জমি কেড়ে নিত শাহজাহানের লোকজন। বদলে মিলতো না কোনও টাকা-পয়সা। এখন সেখানকার বাসিন্দাদের মনে একটাই আতঙ্ক, শাজাহান যদি আবার ফিরে আসে শুরু হবে আগের মত নৈশাচারী সেই অত্যাচার।

১-ম পাতার পর

কাউন্টিং এজেন্ট' হিসাবে কোনও শিক্ষককে নিয়োগ করা যাবে না

'কাউন্টিং এজেন্ট' নিয়োগ করে থাকেন। ওই এজেন্টরা প্রার্থীর হয়ে নির্দিষ্ট গণনাকেন্দ্রে ভোটগণনার কাজ পর্যবেক্ষণ করে থাকেন।অর্থাৎ, যে কোনও গণনাকেন্দ্রে কাউন্টিং এজেন্ট হলেন প্রার্থীর প্রতিনিধি। এই কাজে কোনও সরকারি কর্মী থাকলে, তাঁদের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। এজেন্টকে গণনার নিয়মকানুন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত থাকতে হয়। সেই কাজেই সরকারি কিংবা সরকারপোষিত স্কুলের শিক্ষকদের নিয়োগ করা যাবে না বলে জানিয়ে দিল কমিশন।দেশে ছয় দফার ভোট হয়ে গিয়েছে। বাকি কেবল সপ্তম দফা। আগামী শনিবার শেষ দফায় বাংলার ন'টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ রয়েছে। তার পর মঙ্গলবার, ৪ জুন হবে ভোটগণনা। সে দিনই লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল জানা যাবে। এই ভোটগণনার কাজে বিভিন্ন দলের প্রার্থীদের গণনার এজেন্ট হিসাবে শিক্ষকদের নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল।

কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, শুধু শিক্ষক নয়, কোনও সরকারি কর্মচারীকেই 'কাউন্টিং এজেন্ট' হিসাবে নিয়োগ করা যায় না। তা সত্ত্বেও কোথাও কোথাও শিক্ষকদের দিয়ে এই কাজ করানো হত বলে অভিযোগ। কমিশন নতুন নির্দেশিকা জারি করে সেই বিষয়টি তাই আরও এক বার স্পষ্ট করে দিল।

১-ম পাতার পর

রেশন দুর্নীতির মামলায় অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে ডেকে পাঠাল ইডি

ইডি।ইডির একটি সূত্র জানাচ্ছে, ঋতুপর্ণা বর্তমানে আমেরিকায় রয়েছেন। বুধবার ই-মেলে তাঁকে তলব করা হয়েছে। কেন এই তলব? ওই সূত্রের দাবি, রেশন দুর্নীতিতে গ্রেফতার এক অভিযুক্তের সঙ্গে টলিউড অভিনেত্রীর প্রায় এক কোটি টাকা নগদ লেনদেনের হদিস মিলেছে তদন্তে। তার কারণ এবং সেই অর্থের 'গন্তব্য' জানতেই তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে।

তবে ইডির নোটিসের বিষয়ে এখনও পর্যন্ত ঋতুপর্ণার কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। প্রসঙ্গত, রেশন দুর্নীতি মামলায় ইডির হাতে রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শঙ্কর আঢ্য, রেশন ব্যবসায়ী বাকিবুর রহমান-সহ শাসকদলের কয়েক জন নেতা ও তাঁদের ঘনিষ্ঠকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে ইডি। রেশন দুর্নীতির তদন্তেই সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখের বাড়িতে গিয়ে গত ৫ জানুয়ারি আক্রান্ত হয়েছিলেন ইডির আধিকারিকেরা।

১-ম পাতার পর

বাংলায় গেরুয়া সুনামি আসছে, শেষ দফার ভোটেও চমকপ্রদ ফল হবে'

মোদী দাবি করেছিলেন, 'বাংলায় বিজেপির সবচেয়ে ভাল ফল হবে'। সেদিনই আবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, প্রথম ৬ দফায় যে ৩৩টি আসনে ভোট হয়েছে তার মধ্যে ২৩টিতে জিতে গেছে তৃণমূল।

তবে ঘটনা হল, দু'দলেরই বহু নেতা ঘরোয়া আলোচনায় স্বীকার করছেন, এবারের ভোটে সবটা বোঝা যাচ্ছে না। সাইলেন্ট ভোটিং হচ্ছে। তৃণমূল বিজেপি দুই যুযুধান দলের অনেকে মানছেন যে বহু আসনে ফিফটি-ফিফটি পরিস্থিতি। অর্থাৎ যে কেউ জিততে পারে। কে জিতছে এখনই হলফ করে বলা সম্ভব নয়।বিজেপি আর ক্ষমতায় ফিরছে না'।

এদিন প্রথম নয়। এ বার লোকসভার ভোটের অনেক আগে থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ কথা বলছেন। নবান্নে আমলাদের সঙ্গে আলোচনায়। সাংবাদিকদের সঙ্গে আড্ডায়। জনসভায়। প্রচারে। বারবার তিনি এই কথাটাই বলছেন, বিজেপি এবার আর ক্ষমতায় ফিরবে না। সম্প্রতি বনগাঁর একটি সভা থেকে মমতা এও বলেন, বিজেপির বড় জোর ১৯০ থেকে ১৯৫টি আসনে জিতবে।

কৌতূহলের বিষয় হল, এটা স্রেফ কথার কথা! নরেন্দ্র মোদী যেভাবে বলছেন, ইস বার চারশ পার। মমতা কি সেভাবেই তার পাল্টা হিসাবে বলছেন এ কথা!

পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, হতে পারে সেটাই। দলকে চাঙ্গা রাখতে এবং ভোটে ধারনা তৈরির চেষ্টায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ কথা বলছেন। তবে এও মনে রাখতে হবে যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির ভরাডুবিরও সাক্ষী। ২০০৪ সালের লোকসভা এনডিএ-র শরিক ছিলেন মমতা। সেবার ভোটের প্রচারে বিজেপি ঝড় তুলেছিল। তামাম সমীক্ষা দাবি করেছিল যে বিজেপি একাই সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজনীয় আসন পেয়ে যাবে। কেউ কেউ বলছিলেন, অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে এনডিএ ৩০০ পার করবে।কিন্তু দেখা যায়, বিজেপি দেড়শও পার করতে পারেনি। বিজেপির সঙ্গে থাকায় বাংলায় ভরাডুবি হয়েছিল তৃণমূলেরও। দক্ষিণ কলকাতা লোকসভায় একা জিতেছিলেন মমতা। প্রশ্ন হল, মমতা কি তেমন কোনও ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছেন? কারণ, বর্তমান সময়ে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর মতো অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও পোড় খাওয়া রাজনীতিক বিরল।

১-ম পাতার পর

বিজেপির সংখ্যালঘু শাখার এক নেতার মতে, প্রথম দফার পর থেকে যে চড়া তারে মুসলিমদের আক্রমণের সুর বেঁধে দিয়েছিলেন মোদী

দিয়েছিল ২০২২ সালের উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচন। তার পরেই পসমন্দা সমাজের মন জয়ে একাধিক আস্থাবর্ধক পদক্ষেপ করে গেরুয়া শিবির। দল ঠিক করে, মেরুকরণ নয়, প্রচার হবে উন্নয়নকে সামনে রেখে। কিন্তু উন্নয়নের ফিরিস্তি কিংবা রাম মন্দির বিজেপির হাওয়া তুলতে ব্যর্থ হয় সব অস্ত্রই। রাজনীতির অনেকের মতে, লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফাতেই বিজেপি নেতৃত্বের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়, গেরুয়া শিবিরের পক্ষে কোনও ভোটের হাওয়া নেই। বিজেপির এক নেতার কথায়, "এই আবহে ক্ষমতা ধরে রাখতে হিন্দু ভোটকে একজোট করা ছাড়া উপায় ছিল না। ফলে হাঁটতে হয়েছে মেরুকরণের পুরনো রাস্তাতেই।" আর তাই প্রথম দফার ভোটের পরেই কংগ্রেসের ইস্তাহারে 'মুসলিম লিগের মনোভাব' খুঁজে পেয়েছেন মোদী। মুসলিমদের অনুপ্রবেশকারী বলে দাগিয়ে দিয়ে তিনি অভিযোগ তুলেছেন, কংগ্রেস মুসলিম ভোটব্যাঙ্ককে হিন্দুদের বাড়তি সম্পদ বিলিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। উস্কে দিয়েছেন লাভ জেহাদ প্রসঙ্গও।

বিজেপির সংখ্যালঘু শাখার এক নেতার মতে, প্রথম দফার পর থেকে যে চড়া তারে মুসলিমদের আক্রমণের সুর বেঁধে দিয়েছিলেন মোদী, তার পরে মুসলিম সমর্থন পাওয়া যে দুরাশা, তা স্পষ্ট হয়ে যায়। আক্রমণের তীব্রতা যত বেড়েছে, বিজেপির থেকে ততই দ্রুত মুখ ফিরিয়েছে মুসলিম সমাজ। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এ দেশের মুসলিম সমাজের অন্তত আশি শতাংশই পিছিয়ে থাকা পসমন্দা সমাজের। সারা দেশে পসমন্দা মুসলিমের সংখ্যা ১৮-২০ কোটির কাছাকাছি। এই ভোটব্যাঙ্ককে পাশে পেতে ২০২২ সালে হায়দরাবাদে হওয়া জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে দলীয় কর্মীদের এগিয়ে আসতে বলেছিলেন মোদী। বিজেপির এক নেতার ব্যাখ্যা, এ ভাবে দলীয় মঞ্চ থেকে প্রকাশ্যে মুসলিমদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দেওয়া যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। এর নেপথ্য কারণ ছিল ওই বছরেই হওয়া উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচন। উত্তরপ্রদেশের মোট জনসংখ্যার ২০-২২ শতাংশ মুসলিম। ভোটের ফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, সেই রাজ্যের অন্তত ৮-৯ শতাংশ মুসলিম যোগী আদিত্যনাথের সমর্থনে এগিয়ে এসে বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন। উন্নয়নকে সামনে রেখে গেরুয়া শিবির যে মুসলিম সমাজেরও ভোট পেতে পারে, তা স্পষ্ট হয়ে যায় ওই বিধানসভা নির্বাচনে। তার পর থেকেই তাঁদের পাশে পাওয়ার চেষ্টা শুরু হয়। কিন্তু তাতে এই লোকসভায় লাভ হয়েছে বলে মনে করছে না বিজেপি।

উত্তরপ্রদেশ ও বিহার, এই দুই রাজ্যে বড় সংখ্যক পসমন্দা সমাজের মানুষ বসবাস করেন। বিজেপি ওই দুই রাজ্যে এ বার তাঁদের সমর্থন পাবে বলেই আশা করেছিল। গত বিধানসভায় পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে মুসলিম মহিলারা ঢেলে বিজেপিকে ভোট দিয়েছিলেন। কিন্তু এ বার মোদী যত মুসলিমদের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন, উত্তরপ্রদেশে ততই পাল্লা ভারী হয়েছে অখিলেশ যাদবের। বিহারেও একই অবস্থা। ওই রাজ্যে নীতীশ কুমারের সংখ্যালঘুদের পাশে থাকার ভাবমূর্তি যদি কাজ করে, তবেই ভাল ফলের আশা করছে বিজেপি। তা না হলে যাদব ও মুসলিম সমীকরণে এ বার আরজেডির কাছে একাধিক আসন হারাতে চলেছে এনডিএ। পশ্চিমবঙ্গেও বড় সংখ্যক পসমন্দা সমাজের মানুষ রয়েছেন। সম্প্রতি রাজ্যের দেওয়া ওবিসি শংসাপত্র বাতিল করেছে হাই কোর্ট। এর পর মোদী পশ্চিমবঙ্গে এসে বলে চলেছেন, মুসলিমদের এখানে ভুয়ো ওবিসি শংসাপত্র দেওয়া হয়েছিল। আদালতের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছেন রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বও।

২ পাতার পর

অংক কষে ভোটের ফলাফল জানালেন তমলুকের তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য

তৃণমূল-ও একশো শতাংশ নিশ্চিত এবার রাজ্যে তাদের আসন সংখ্যা একটি হলেও বাড়তে চলেছে। এবার নিজের মতামত জানিয়ে কার্যত অংক কষে ভোটের ফলাফল জানালেন তমলুকের তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য।

এদিন তিনি নিজের এক্স হ্যান্ডেলে সরাসরি বিজেপির ভোট কুশলী পিকের নাম করে লিখেছেন, 'পিকের কথা ভুলে যান আমি করছি পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎবাণী। ২০১৯ সালে টিএমসি পেয়েছিল ২২টি আর বিজেপি পেয়েছিল ১৮টি আসন। এবার ২০২৪ সালে তৃণমূলের ট্যালি শুরু হবে ২৩ থেকে বিজেপির ট্যালি শুরু হবে ১৭র নীচের দিকে।'

তারপরেই মুখ্যমন্ত্রীর প্রিয় এই যুবনেতার সংযোজন, 'এটা বলা যাবে না যে দুটি পার্টির এই হিসেব কোথায় গিয়ে শেষ হবে। আমি যদি এটা পরিষ্কার ভাবে বলি তাহলে বলতে হবে, তৃণমূলের কমপক্ষে আসন হবে ২৩টি আর বিজেপির সর্বোচ্চ আসন হবে ১৭টি।'

যদিও এখনও শেষ দফার ভোটের রেজাল্ট বাকি রয়েছে। তার আগে ভোটের ফলাফল নিয়ে স্বয়ং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় কিংবা অভিষেক বন্দোপাধ্যায় বিজেপির যে আসন সংখ্যা ধরেছিলেন শোনা যাচ্ছে তাতে নাকি তারা ১০'টির বেশি আসন পাবেন'ই না।

নাগরিকত্ব (সংশোধনী)

বিধি ২০২৪-এর অধীনে পশ্চিমবঙ্গে নাগরিকত্বের শংসাপত্র প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিধি ২০২৪-এর অধীনে পশ্চিমবঙ্গে নাগরিকত্ব শংসাপত্র প্রদানের প্রক্রিয়া আজ শুরু হয়ে গেল। এই রাজ্য থেকে পাওয়া নাগরিকত্বের আবেদনের ভিত্তিতে প্রথম সেটটি আজ অনুমোদন দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের জন্য নিযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটি।

একইভাবে হরিয়ানা এবং উত্তরাখণ্ড থেকে পাওয়া নাগরিকত্বের আবেদনের প্রথম সেটটি আজ অনুমোদন দিয়েছে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটি। দিল্লিতে সর্বপ্রথম নাগরিকত্বের আবেদনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল।

ভারত সরকার এ বছরের ১১ মার্চ নাগরিত্ব (সংশোধনী) বিধি ২০২৪ কার্যকর করার ক্ষেত্রে প্রথম বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল। এই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তান থেকে ৩১.১২.২০১৪ তারিখের আগে ভারতে আসা ব্যক্তিদের আবেদনপত্র যাচাই করে নাগরিকত্ব প্রদান করা হচ্ছে।

ওড়িশা উপকূলে

সু৩০ এমকে-১ থেকে বায়ু থেকে ভূমিতে নিক্ষেপযোগ্য রুদ্রম-২ ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করলো ডিআরডিও

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিধি ২০২৪-এর অধীনে পশ্চিমবঙ্গে নাগরিকত্ব শংসাপত্র প্রদানের প্রক্রিয়া আজ শুরু হয়ে গেল। এই রাজ্য থেকে পাওয়া নাগরিকত্বের আবেদনের ভিত্তিতে প্রথম সেটটি আজ অনুমোদন দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের জন্য নিযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটি। দিল্লিতে সর্বপ্রথম নাগরিকত্বের আবেদনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল।

ভারত সরকার এ বছরের ১১ মার্চ নাগরিত্ব (সংশোধনী) বিধি ২০২৪ কার্যকর করার ক্ষেত্রে প্রথম বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল। এই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তান থেকে ৩১.১২.২০১৪ তারিখের আগে ভারতে আসা ব্যক্তিদের আবেদনপত্র যাচাই করে নাগরিকত্ব প্রদান করা হচ্ছে।

৭৬-তম আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী দিবস

উদযাপন করলো ভারতীয় সেনাবাহিনী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতীয় সেনাবাহিনী আজ ৭৬-তম আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী দিবস উদযাপন করছে। এই উপলক্ষে নতুন দিল্লীর জাতীয় যুদ্ধ স্মারকে পুষ্পস্তবক দিয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন সেনাবাহিনীর উপপ্রধান (তথ্য ও সমন্বয়) লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাকেশ কাপুর। রাষ্ট্রসংঘ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এবং বিদেশ মন্ত্রকের আধিকারিকরাও শহীদ স্মারকে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন। ১৯৪৮ সালের আজকের দিনেই প্যালেস্টাইনে প্রথম রাষ্ট্রসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন 'ইউএন ট্রুস সুপারভিশন অর্গানাইজেশন (ইউএনটিএসও)' কাজ শুরু করেছিল। প্রতি বছর এই দিনটিতে রাষ্ট্রসংঘ এবং বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশ রাষ্ট্রসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে যোদানকারীদের পেশাদারিত্ব, সাহস ও আত্মনিবেদনের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। শান্তিরক্ষা মিশনে গিয়ে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।

ভারত বরাবরই রাষ্ট্রসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। এ পর্যন্ত বিভিন্ন মিশনে প্রায় ২,৮৭০০০ ভারতীয় সেনা যোগ দিয়ে কঠিন ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দৃষ্টান্তমূলক শৌর্য্য ও সাহসের পরিচয় রেখেছেন। ১৬০ জন ভারতীয় সেনা নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। বর্তমানে ভারতীয় সেনারা বিশ্বের ৯টি দেশে শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত রয়েছেন। ভারত রাষ্ট্রসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে। শান্তিরক্ষীদের প্রশিক্ষণ, লজিস্টিক সহায়তা, লিঙ্গ-সাম্য বৃদ্ধি ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নে অবদান রেখে ভারত রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগকে সমর্থন জানিয়েছে। প্রশিক্ষণ, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং নাগরিক সামরিক সমন্বয় কার্যক্রমের মাধ্যমে ভারত আয়োজক দেশের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। এছাড়া রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন মিশনে গবাদি পশুদের উন্নয়নে ভারত প্রশংসনীয় কাজ করেছে। শান্তিরক্ষী বাহিনীর প্রশিক্ষণের জন্য ভারত নতুন দিল্লিতে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। এই কেন্দ্রে প্রতি বছর ১২,০০০-এর বেশি সেনাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে নিয়মত বিভিন্ন নৃত্য দেশে প্রশিক্ষণ পাঠানো হয়। গত দু দশকে এই কেন্দ্র উৎকর্ষের এক ভাণ্ডার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনের কর্মক্ষমতা

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১৪৭ সংখ্যা ৩১ মে, ২০২৪ শুক্রবার ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ৫১টি টেলি মানস ইউনিট চালু রয়েছে দিনে গড়ে ৩,৫০০টি কল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের জাতীয় টেলি মানসিক স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত টেলি-মানস টোল ফ্রি হেল্পলাইন নম্বরে ১০ লক্ষের বেশি ফোন এসেছে। অর্থাৎ দৈনিক গড়ে ফোন কলের সংখ্যা ৩,৫০০টি। মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২০২২ সালের অক্টোবরে দেশ জুড়ে এই কর্মসূচি চালু করেছিল ভারত সরকার। বর্তমানে দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ৫১টি টেলি মানস ইউনিট চালু রয়েছে।

টেলি মানস-এর টোল ফ্রি হেল্পলাইন নম্বরগুলি হল, ১৪৪১৬ অথবা ১-৮০০-৮৯১-৪৪১৬। বিভিন্ন ভাষায় এই হেল্পলাইন নম্বরের মাধ্যমে পরিষেবা দেওয়া হয়ে থাকে এবং মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারেন পরিষেবা গ্রহীতারা। মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে টেলি-মানস হেল্পলাইনে পরিষেবা গ্রহীতার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে এই সংখ্যা ছিল প্রায় ১২,০০০। ২০২৪-এর মে মাসে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯০,০০০-এর বেশি। দেশের মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে টেলি মানস এক আবশ্যিক প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে ই-সঞ্জীবনী'র মতো উদ্যোগ বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

সম্পাদকীয়

রাজ্যের সংখ্যালঘু ও দলিত ভোট ভাগাভাগির সুফল ঘরে তোলেন মোদি, শাহরা

বাঘ কুয়োয় পড়লে তাকে বাঁচানো মানবিকতা। কিন্তু ডাঙায় তুললে সে উদ্ধার কর্তাকেই খাবে। তাই উদ্ধারকর্তা কুয়ো থেকে ততটাই তুলবেন যাতে বাঘ তাঁকে খেতে না পারে। দেশের রাজনীতিতে এই প্রবাদ অতি পরিচিত। বিশেষ করে যে কোনও রাজনৈতিক দলের ঘরোয়া কোন্দলে। এবারের নির্বাচনে এই প্রবাদ মুখে না এনেও গেরুয়া শিবিরের অন্দরে বিতর্ক উসকে দেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ।এখানে লড়াই ত্রিমুখী হলেও রাজনৈতিক কারবারিদের মত কিন্তু ভিন্ন। তাঁদের মতে, অনেক কেন্দ্র আছে যেখান লড়াই হবে চর্তুমুখী। এর মধ্যে যেটা চোখে দেখা যাচ্ছে না তা হলো মোদি ও যোগী অদৃশ্য লড়াই। এই লড়াইয়ে উদ্ধারকর্তা বাঘকে ডাঙায় তোলেন নাকি নিরাপদ দূরত্বে রেখে প্রাণ বাঁচান সেদিকে তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল ।জানান, নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় এলে প্রথম খাবেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে। তারপর লাইনে...।

এই সহজ সরল সারবত্ত্বাটি কেজরিওয়াল বোঝেন, আর যোগী বোঝেন না সেটা যে হতে পারে না তা অতি মূর্খও জানে। তাই নির্বাচনের প্রথম থেকেই সতর্ক যোগী আদিত্যনাথ ।এমনকী উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হয়েও দলের প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রেও খুব বেশি মতামত দেওয়া থেকে দূরত্ব বজায় রাখেন। ফলে একমাত্র রাজ্য যেখানে ডজন খানেক বিতর্কিত সাংসদ থাকা সত্ত্বেও প্রার্থী তালিকায় বড়সড় রদবদল থেকে বিরত থাকেন মোদি-শাহরা । এর পর প্রচারেও সতর্ক উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। বিতর্কিত সাংসদদের অনেকের প্রচার এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি। ভোটবাক্সে মোদি-যোগীর লড়াইয়ের প্রভাব এই রাজ্যে পড়বে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক কারবারিরা ।গত নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশের ৮০ টির মধ্যে ৬২টি আসন পায় গেরুয়া শিবির। মোদি হাওয়ার পাশাপাশি যোগীর জনপ্রিয়তা বিরোধীদের অনেকটাই পিছনের সারিতে ঠেলে দেয়। গেরুয়া শিবিরকে এগিয়ে দিতে সাহায্য করে বিরোধীদের ছন্নছাড়া অবস্থা। রাজ্যের সংখ্যালঘু ও দলিত ভোট ভাগাভাগির সুফল ঘরে তোলেন মোদি, শাহরা। এবার পরিস্থিতির বদল হয়েছে। প্রথমে মনে করা হয়, রাম মন্দির নির্মাণের সুযোগ পাবে পদ্মপক্ষ। কিন্তু সেই হাওয়ায় নেই। মোদি হাওয়া ফিকে হয়েছে। বিরোধীরা অনেকটাই জোটবদ্ধ। যদিও বহেনজি জোট থেকে দূরত্ব বজায় রেখে একলা চলার নীতি নিয়েছেন। কিন্তু উত্তরপ্রদেশের বেহেনজির ভোটব্যাঙ্কে এই ভোটে সুরক্ষিত থাকবে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। এখন বিজেপির ভরসা দলের সংগঠন ও মুখ্যমন্ত্রী যোগীর কৌশল। বাঘকে কুয়ো থেকে তোলার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হয়েছে যোগী আদিত্যনাথকে। কিন্তু কতখানি তুলবেন তা ঠিক করার দায়িত্ব তাঁর।রাজনৈতিক কারবারিদের মতে, প্রার্থীতালিকা চূড়ান্ত করার সময় থেকেই যোগীর সতর্ক অবস্তান চিন্তায় ফেলেছে গেরুয়া শিবিরকে। কারণ রাজ্যের অন্তত ১২ সাংসদকে বদলে নতুন মুখ আনার পক্ষে সওয়াল করেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। এদের মধ্যে কিন্তু সহমত হননি মোদি-শাহরা। যেমন খেরি লোকসভা থেকে ফের প্রার্থী করা হয়েছে অজয় মিশ্র টেনিকেই। যাঁর বিরুদ্ধে লেখিমপুর খেরিতে আন্দোলনরত কৃষকদের গাড়ি চাপা দিয়ে খুনের অভিযোগ রয়েছে। আবার একমাস আগে বেহেনজির দল বিএসপি থেকে যোগ দেওয়া রীতেশ পান্ডেকে আম্বেদকর নগর থেকে প্রার্থী করা হয়েছে। কাইজারগঞ্জ থেকে এবার প্রার্থী করা হয়েছে বিতর্কিত সাংসদ ব্রিজভূষণের ছেলে করণভূষণ সিংকে। একসময় রুপোলি পর্দার ড্রিম গার্ল হেমা মালিনীকে প্রার্থী করা নিয়ে আপত্তি ছিল যোগী আদিত্যনাথের। কিন্তু তাঁকেও ফের প্রার্থী করেছে বিজেপি। এরকম অনেকেই পদ্মছাপ নিয়ে ভোট ময়দানে রয়েছেন যাঁদের নিয়ে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর আপত্তি ছিল বলে যোগী রাজ্যে কান পাতলেই শোনা যায়।

মায়ের আশীর্বাদ অসীম সাধারণ মানুষ তার প্রমাণ পায় তারাপীঠে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আজও মুখে মুখে চলে আসছে তাঁর কাহিনী। আজ থেকে প্রায় আটশো বছর আগের ঘটনা। তিনি ছিলেন বীরভূমের রত্নাগড় নিবাসী। একবার তিনি বাণিজ্যে প্রভূত সম্পদ, অর্থ লাভ করে বাড়ি ফিরছিলেন। চলার পথে অসুস্থতায় মৃত্যু হল তাঁর প্রাণাধিক পুত্রের। বাড়ি ফিরেই ছেলের অন্ত্যেষ্টি করবেন স্থির করে তিনি মাঝিদের বললেন, পুত্রের দেহটাকে ভালো করে ঘি মাখিয়ে রাখতে। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মহামারী সাক্ষী বহন করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(প্রথম পর্ব)

মানব সভ্যতার ইতিহাসে, প্রাচীন সভ্যতা ধ্বংসের ইতিহাস লিপিবদ্ধ বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকে। মহামারী বছরের পর বছর ঘুরে ফিরে চলে আসছে ইতিহাসের সাক্ষী বহন করতে। মানুষের একটি প্রবাদ বাক্য আছে ধৈর্যের সীমা আছে, সে কারণে কি, বারবার মানব সভ্যতার ধ্বংস লীলায় মেতে উঠছে পৃথিবী। নিজে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে মহামারীর আকার নেয়, ইতিহাস তো তেমনই সাক্ষী বহুকালের।মানুষ যেরকম অতিরিক্ত বোঝা বহন করতে সক্ষম নয়, ফলে রাগের বশত যাচ্ছেতাই করে দিতে পারে। তেমনি ভগবানও পাপের বোঝা বইতে কোনদিন চাইনি,সে কারণেই পৃথিবীতে বারবার ঘুরে এসছে মহামারী। ধ্বংস হয়ে গেছে মানব সভ্যতা। তবে সেই যুগে এসবের বিরুদ্ধে অনেক মত প্রকাশ করেছে, কে বলেছে জোরদার জমিদাররা নিজের সম্পত্তি অটল করার জন্য, ঘৃণ্যতম খেলায় মেতে উঠেছিল, মহামারী সৃষ্টি করেছে তারা। তবে শেষ হবে প্রমাণ কিন্তু কোনভাবে জোগাড় করা সম্ভব হয়নি।বর্তমানে করোনাভাইরাস সারা বিশ্বজুড়ে ভয়ঙ্কর মহামারী আকার নিয়েছে, তৎকালীন যুগের মতন চীনকে দোষারোপ করছে অনেকেই।তবে সত্য মিথ্যা প্রমান কিন্তু এখনো পর্যন্ত হয়নি। তৎকালীন যুগে মহামারী বিষয় নিয়ে, গুজব রটিয়ে একশ্রেণীর মানুষ মুনাফা লুটে ছিল।বর্তমান অরণাকে নিয়ে বহু গুজব রটেছে ছা লিখলে রামায়ণ এবং মহাভারত হয়ে যাবে। তখনো

মানুষ গুজবের পেছনে ছুটেছিলেন আজও মানুষ গুজবের পিছনে ছুটছে। তৎকালীন পুলিশ প্রশাসন

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

নির্বাচন কমিশনের এই উদ্যোগ বয়স্ক, শারীরিক প্রতিবন্ধকতা যুক্ত, তৃতীয় লিঙ্গ এবং লুপ্তপ্রায় আদিবাসী গোষ্ঠীর ভোটারদের মধ্যে সাড়া ফেলেছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে কোনও ভোটার যাতে তাঁর শারীরিক ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার কারণে ভোটদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত না হন, তা সুনিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশন ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছে। এর ফলস্বরূপ ছ'দফা ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হওয়ার পর দেখা যাচ্ছে যে, বয়স্ক, শারীরিক প্রতিবন্ধকতাযুক্ত, তৃতীয় লিঙ্গ ও লুপ্তপ্রায় আদিবাসী গোষ্ঠী সহ বিভিন্ন শ্রেণীর ভোটারদের মধ্যে বিপুল সাড়া পড়েছে। ৮৫ বছরের বেশি বয়সী এবং ৪০ শতাংশ বা তার বেশি শারীরিক প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ভোটাররা যাতে নিজেদের বাড়ি থেকেই ভোট দিতে পারেন, সেজন্য এই প্রথম দেশ জুড়ে ব্যবস্থা করা হয়েছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী রাজীব কুমার এবং দুই নির্বাচন কমিশনার শ্রী জ্ঞানেশ কুমার ও ডঃ সুখবীর সিং সান্ধুর নেতৃত্বে এই সুসমন্বিত প্রয়াস বিভিন্ন রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ব্যাপক সাফল্য পেয়েছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী রাজীব কুমার বলেছেন, নির্বাচন কমিশন প্রতিনিয়ত নির্বাচনী প্রক্রিয়ার উন্নয়ন সাধনে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। নির্বাচনে যাতে প্রকৃত অর্থেই দেশের বৈচিত্র্য ও বহুমাত্রিকতার প্রতিফলন ঘটে, তা সুনিশ্চিত করতে কমিশন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তিকরণ ও একে সকলের নাগালের মধ্যে নিয়ে আসার লক্ষ্যে যে প্রয়াস কমিশন চালাচ্ছে, তা সমাজের সর্বস্তরের কাছে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। ভোটার তালিকা সংশোধনের মাধ্যমে এর প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল দু'বছর আগে থেকে। এর জন্য বিশেষ শিবির স্থাপন করে যোগ্য ভোটারদের নাম নথিভুক্তিকরণের বিশেষ অভিযান চালানো হয়েছিল। যেসব গোষ্ঠী ভোটদানের অধিকার প্রয়োগ থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে, তারা যাতে এবার ভোটদান প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে, সেজন্য নির্বাচন কমিশন বহুমুখী কৌশল গ্রহণ করেছে। বাড়ি থেকে ভোটদানের ঐচ্ছিক সুবিধা: এই ধরনের প্রথম উদ্যোগ এবারের সাধারণ নির্বাচনে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। বাড়ি থেকে ভোটদানের সুবিধা দেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই প্রথম দেশের সাধারণ নির্বাচনে এই সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। ৮৫ বছর বা তার বেশি বয়সী এবং অন্তত ৪০ শতাংশ শারীরিক প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ভোটাররা এই সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে নিজেদের বাড়ি থেকেই তাঁরা ভোট দিতে পারছেন। এমন সুবিধা পেয়ে কৃতজ্ঞ ভোটাররা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাঁদের সন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়া তাঁদের হাসিমুখের ছবিতে ছেয়ে গেছে। এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য নির্বাচনী কর্মী ও সুরক্ষা কর্মীরা ব্যাপক পরিশ্রম করেছেন। প্রার্থীদের এজেন্টদেরও এই প্রক্রিয়ার সাক্ষী থাকতে ভোটারদের বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আরও বেশি ভোটারদের অংশগ্রহণের জন্য উন্নত পরিকাঠামো: প্রতিটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র যাতে একতলাতে হয়, সেখানে র‍্যাম্পের ব্যবস্থা, গাড়ি রাখার জায়গা, ভোটারদের বোঝার সুবিধার জন্য নানারকম চিহ্ন, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক লাইনের ব্যবস্থা এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক থাকে, নির্বাচন কমিশন তা নিশ্চিত করেছে। এছাড়াও, কমিশনের সক্ষম অ্যাপ-এর মাধ্যমে শারীরিক প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে হুইল চেয়ার ও স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তার সুবিধা পেতে পারেন। প্রয়োজনে তাঁদের বাড়ি থেকে নিয়ে আসা এবং পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থাও করার সংস্থান রয়েছে। এ পর্যন্ত ১ লক্ষ ৭৮ হাজার জনেরও বেশি মানুষ সক্ষম অ্যাপ ডাউনলোড করেছেন। কমিশন দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ভোটারদের জন্য ইভিএম, সচিত্র পরিচয়পত্র এবং ভোটার স্লিপে ব্রেইল এর ব্যবস্থা করেছে। এছাড়া, প্রবীণ নাগরিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ভোটারদের জন্য একটি ভোটার গাইডও প্রকাশ করা হয়েছে। অন্তর্ভুক্তিকরণের চেতনায় ভোটদানের ক্ষেত্রে মানসিক বাধা দূর করা:

শারীরিক প্রতিবন্ধকতার বাধা দূর করার পর কমিশন ভোটদানের ক্ষেত্রে মানসিক প্রতিবন্ধকতা দূর করার উপরও জোর দিয়েছে। রূপান্তরকামী, যৌনকর্মী, লুপ্তপ্রায় আদিবাসীদের মতো বেশ কিছু গোষ্ঠীর মানুষ ভোটদানের ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিবন্ধকতার সামনে পড়েন, তা দূর করতে বিশেষ শিবিরেরও আয়োজন করা হয়েছে। থানে জেলায় নাগরিক সমাজের সহায়তায় এমন শিবির করা হয়েছিল। সারা দেশে ৪৮ হাজার ২৬০ জন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার নিজেদের নাম নথিভুক্ত করেছেন। সবচেয়ে বেশি তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন তামিলনাড়ুতে (৮ হাজার ৪৬৭ জন)। এরপর রয়েছে উত্তর প্রদেশ (৬ হাজার ৬২৮) এবং মহারাষ্ট্র (৫ হাজার ৭২০)। এসভিইইপি প্রয়াসের অঙ্গ হিসেবে কমিশন গত ১৬ মার্চ একটি টি টুয়েন্টি ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করেছিল। সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়োজিত এই ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ইন্ডিয়ান ডেফ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন এবং দিল্লি ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের দুটি দল। প্রতিটি বিধানসভা আসনের অন্তর্গত এলাকায় অন্তত একটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র যাতে শুধুমাত্র শারীরিক প্রতিবন্ধকতা যুক্ত কর্মীদের দ্বারাই পরিচালিত হয়, কমিশন তার চেষ্টা করেছে। উত্তর প্রদেশে এই ধরনের ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি (৩০২টি)।

বিপন্ন গোষ্ঠীগুলির নথিভুক্তিকরণ ও ভোটদানের প্রক্রিয়া সহজ করা:

ভোটদানের হার বাড়াতে হলে গৃহহীন এবং যাযাবর গোষ্ঠীর মানুষজনকেও ভোটদান প্রক্রিয়ার মধ্যে আনতে হবে। এদের বাসস্থানের প্রমাণ না থাকায় ভোটদানের ক্ষেত্রে এরা নানাধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হন। এর প্রতিকারে গত দু'বছর ধরে এইসব ভোটারদের নথিভুক্তিকরণের বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রত্যন্ত আদিবাসী এলাকায় এবার ভোট গ্রহণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। তাঁদের বাড়ি থেকে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে নিয়ে আসা-যাওয়ার জন্য বিশেষ যানবাহনেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবারের সাধারণ নির্বাচনেই এই প্রথম গ্রেট নিকোবরের শম্পেন আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষজন ভোট দিয়েছেন-এ এক ঐতিহাসিক ঘটনা।

অংশীদারিত্ব:

ভোটদান সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এবং ভোটারদের মধ্যে অংশীদারিত্বের চেতনা গড়ে তুলতে নির্বাচন কমিশন শারীরিক প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ১১ জনকে 'নির্বাচন কমিশনের দূত' হিসেবে চিহ্নিত করে। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ভোটারদের বিশেষ চাহিদা নিয়ে ভোট কর্মীদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকরা সংশ্লিষ্ট রাজ্যের প্রতিবন্ধকতা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত দপ্তরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের একটি দল থানে জেলা এবং মুম্বাইয়ের কামাথিপুরায় গিয়ে রূপান্তরকামী ও যৌনকর্মীদের সঙ্গে ভোটদান নিয়ে মুখোমুখী আলোচনায় বসেন। তাঁদের ভোটদানে উৎসাহিত করতে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়। অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত প্যারা তিরন্দাজ শ্রীমতী শীতল দেবীকে নির্বাচন কমিশনের জাতীয় আইকনের স্বীকৃতি দেওয়ার মধ্য দিয়ে কমিশন শারীরিক প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ভোটারদের কাছে সদর্থক বার্তা পাঠানোর চেষ্টা করে। প্রান্তিক ভোটারদের কাছে পৌঁছনো:

কোনও ভোটার যাতে পিছনে পড়ে না থাকেন, তা সুনিশ্চিত করতে কমিশন দায়বদ্ধ। এজন্য দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসকারী মানুষজনের কাছে পৌঁছনোর বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, গুজরাটের আলিয়াবেটের কথা বলা যায়। এখানে আদিবাসী ভোটারদের কাছে পৌঁছতে জাহাজের একটি কন্টেনারের উপর ভোট গ্রহণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল। একইভাবে, এই প্রথম ছত্তিশগড়ের বস্তার ও কাঙ্কেরে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। কাশ্মীরী অভিবাসীরা যাতে এবারের নির্বাচনে ভোট দিতে পারেন সেজন্য উপত্যকা থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে জম্মু ও উধমপুরে বসবাসকারীদের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন ফর্ম-এম বাতিল করে দিয়েছে। আগে উপত্যকার বাস্তুচ্যুত মানুষদের জটিল পদ্ধতির মাধ্যমে ফর্ম-এম পূরণ করতে হ'ত। যেসব অভিবাসী জম্মু ও উধমপুরের বাইরে বাস করেন, তাঁদের ফর্ম-এম এখনও পূরণ করতে হবে ঠিকই, কিন্তু এক্ষেত্রে আর গেজেটেড অফিসারের প্রত্যয়ন লাগবে না। তাঁরা নিজেরাই স্বপ্রত্যয়ন করতে পারবেন। দিল্লি, জম্মু ও উধমপুরের বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে যেসব কাশ্মীরী অধিবাসী রয়েছেন, তাঁদের জন্য এবার বিশেষ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা হয়। তাঁরা চাইলে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমেও ভোট দিতে পারবেন। একইভাবে, মণিপুরের বাস্তুচ্যুত মানুষের জন্য ১০টি জেলায় ৯৪টি বিশেষ ভোট গ্রহণ কেন্দ্র খোলা হয়। টেঙ্গনাওপাল জেলায় একটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল একজন মাত্র ভোটারের জন্য। প্রতিটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ছিল ওয়েবকাস্টিং-এর ব্যবস্থা।

৩ পাতার পর

৭৬-তম আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী দিবস উদযাপন করলো ভারতীয় সেনাবাহিনী

ও স্থায়িত্ব বাড়াতে ভারতীয় সেনাবাহিনী অত্যাধুনিক সরঞ্জাম ও যানবাহন সরবরাহ করেছে। এগুলি ভারতেই তৈরি হয়েছে। কঠিন ও প্রতিকূল ভূ-প্রকৃতি ও পরিবেশের মোকাবিলায় এগুলি সিদ্ধহস্ত। লিঙ্গ-সাম্যের লক্ষ্যে রাষ্ট্রসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর যে লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে, ভারত তাতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। কঙ্গো এবং আবেয়ীতে ভারত মহিলা দল পাঠিয়েছে। গেলান হাইটস্-এ মহিলা সেনাও পাঠিয়েছে ভারত। মেজর রাধিকা সেনকে রাষ্ট্রসংঘের সদর দপ্তর থেকে 'মিলিটারি জেন্ডার অ্যাডভোকেট অফ দ্য ইয়ার ২০২৩' সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘ শান্তিরক্ষা মন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠক ২০২৩ সালের ৫ ও ৬ ডিসেম্বর ঘানার আক্রায় অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে ভারত রাষ্ট্রসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের প্রতি তার দায়বদ্ধতা পুনর্ব্যক্ত করেছে। আগামী দু বছরের মধ্যে একটি পদাতিক ব্যাটেলিয়ন, বিভিন্ন সাব-গ্রুপ, প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং সামরিক পর্যবেক্ষক কোর্স স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ভারত।

সিনেমার খবর

বিয়ের গুঞ্জনে মুখ খুললেন সোহিনী

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বাংলার গায়ক শোভন গঙ্গোপাধ্যায় ও অভিনেত্রী সোহিনী সরকারের বিয়ের বিষয় নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভক্তদের মাঝে আলোচনা-সামলোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। কয়েক মাস আগে গুঞ্জন রটেছিল, বিদেশে ছুটি কাটাতে গিয়ে বাগদান সেরেছেন। যদিও এই গুঞ্জন 'মিথ্যা' বলে দাবি করেন সোহিনী।

এদিকে, বেশ কিছু দিন ধরে শোনা যাচ্ছে সোহিনী অভিনীত 'অথৈ' মুক্তির (১৪ জুন) একমাস পরই শোভনের সঙ্গে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করবেন। এবার নীরবতা ভেঙে ইতোমধ্যেই বিয়ের কেনাকাটা শুরু করেছেন এ তারকা জুটি।

বিয়ের বিষয়ে সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সোহিনী বলেন, বিয়েটা হলে হবে, 'বিয়েটা হলে হবে আর কী। তবে বিয়ে হলে বিয়ের প্রিমিয়ার হবে না।'

ডেল-অভিনেতা রণজয়ের সঙ্গে লিভ-ইন সম্পর্কের ইতি টানার পর গায়ক শোভনের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন অভিনেত্রী সোহিনী। তাদের প্রেম এখন ওপেন সিক্রেট। গায়কের থেকে অভিনেত্রী প্রায় ৬ বছরের বড়। পার্টি, ভ্যাকেশন থেকে যে কোনও উৎসবে তাদের নানা আদুরে মুহূর্তের ঝলক মেলে সোশ্যাল মিডিয়ায়। কিছুদিন আগে বিদেশের একসঙ্গে ঘুরতে গিয়েছেন।

২০০৬ সালে টিভি ধারাবাহিকের মাধ্যমে অভিনয়ে পা রাখেন সোহিনী সরকার। তারপর 'ওগো বধূ সুন্দরী', 'অদ্বিতীয়া', 'ভূমিকন্যা' ধারাবাহিকে অভিনয় করেন। তবে ২০১১ সালে 'অদ্বিতীয়া' ধারাবাহিকে নাম ভূমিকায় অভিনয় করে নজর কাড়েন তিনি।

প্রসঙ্গত, ২০১৩ সালে 'রূপকথা নয়' সিনেমার মাধ্যমে বড় পর্দায় অভিষেক ঘটে সোহিনী সরকারের। একই বছর 'ফড়িং' সিনেমায় অভিনয় করে নজর কাড়েন তিনি। এক বছরের বিরতি নিয়ে 'ওপেন টি বায়োস্কোপ' সিনেমায় অভিনয় করেও খ্যাতি কুড়ান। ২০১৯ সালে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে পা রাখেন এই নায়িকা। বেশ কিছু জনপ্রিয় ওয়েব সিরিজেও অভিনয় করেছেন তিনি।

নতুন পরিচয়ে বিপাশা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেত্রী বিপাশা বসু। বহু আগেই নিজের অভিনয় দক্ষতায় ভক্তদের মন জয় করেছেন তিনি। বছর দুয়েক আগে কন্যাসন্তানের মাও হয়েছেন হয়েছেন। বর্তমানে স্বামী-সন্তান নিয়ে বেশ সুখেই দিন পার করছেন এই অভিনেত্রী। মা হওয়ার পর থেকে মেয়ে দেবীকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে বিপাশার জীবন।

এবার নতুন পরিচয়ে আসছেন তিনি। শিগগিরই লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন বিপাশা। অভিনেত্রী জানিয়েছেন, একটি বই লিখবেন তিনি। তবে কোনো গল্প কিংবা উপন্যাস নয়, বইটি তার স্মৃতিকথা।

বিপাশা জানান, যে বিষয়গুলো তার জীবনের মোড় ঘুরিয়েছে, সেই বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ করা হবে তার বইতে। পাশাপাশি নিজেকে খোঁজার উপায় এবং জীবনে শান্তির বার্তাই পাঠকের কাছে পৌঁছে দেবে বিপাশার বইটি।

অভিনেত্রী বলেন, জীবনে প্রচুর উত্থান-পতন দেখেছি আমি। কিন্তু তারপরেও আজ যেখানে রয়েছি, জীবনের ইতিবাচক দিকগুলোয় মন দেওয়ার কারণেই সেটা সম্ভব হয়েছে। এবার সেগুলো ভক্তদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই আমি।

প্রসঙ্গত, বিপাশার বইটির শিরোনাম এখনও চূড়ান্ত নয়। আগামী বছর বইটি প্রকাশিত হবে বলে জানা গেছে।

কানে সেরা অভিনেত্রী হয়ে যা বললেন অনসূয়া

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কলকাতার অভিনেত্রী অনসূয়া সেনগুপ্ত কান চলচ্চিত্র উৎসবের ৭৭তম আসরে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার জিতেছেন। 'দ্য শেমলেস' সিনেমার জন্য এ পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।

কানে সেরা হওয়ার তাৎক্ষণিক অনুভূতি জানিয়ে অভিনেত্রী বলেন, এই মুহূর্তে আমি আনন্দে বিহ্বল। আমাকে কিছুটা সময় দিন। বাড়ি ফেরার আগে এর বেশি কিছু বলতে পারছি না। আশা করি বুঝবেন। খুব শিগগিরিই একটা সাংবাদিক সম্মেলন হবে। তখন অনেক কিছু বলব। নিজের অনুভূতিগুলো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে মুখিয়ে রয়েছি।

উইলিয়াম ডালরিম্পলের 'নাইন লাইভস'-এর আদলে তৈরি 'দ্য শেমলেস' সিনেমায় দুরন্ত অভিনয়ের জন্যই কান চলচ্চিত্র উৎসবের 'আন সার্টেন রিগার্ড' বিভাগের সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন অনসূয়া। কলকাতার এই মেয়ে পড়াশোনা করেছেন ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

মুম্বাইয়ে মূলত প্রোডাকশন ডিজাইনারের কাজ করেন অনসূয়া সেনগুপ্ত, থাকেন গোয়ায়। পরিচালক কিউ-এর মাধ্যমে বুলগেরিয়ান পরিচালক কনস্ট্যানটিন বোঁজ্যনভের সঙ্গে তার আলাপ হয়। অনসূয়ার আঁকা দেখে মুগ্ধ হন পরিচালক। এক সাক্ষাৎকারে পরিচালক বলেন, আমার আর অনসূয়ার বন্ধুত্ব তার আঁকার জন্য। আমি ওর ছবিগুলো যত দেখেছি, নিজের সিনেমার চরিত্রকে চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এর মধ্যে কিন্তু বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান ও জনপ্রিয় অভিনেত্রী এই চরিত্র করতে আগ্রহী ছিলেন। নাম বলব না। তবে অনসূয়ার মধ্যে এমন কিছু একটা ছিল যাতে আমার বিশ্বাস ছিল যে এই চরিত্রে ওই সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত।

এর আগে অনসূয়া অভিনয় করেছিলেন অঞ্জন দত্তর 'ম্যাডলি বাঙালি' সিনেমায়। সেই সিনেমাতে আবার ছিলেন অপরাজিতা আঢ্য। প্রাক্তন সহ-অভিনেত্রীর এই সাফল্যে গর্বিত অপরাজিতা।

কপিল শর্মা শো'তে কাজের প্রলোভনে ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ভারতের জনপ্রিয় টিভি অনুষ্ঠান 'দ্য কপিল শর্মা শো'তে কাজের প্রলোভন দেখিযে এক তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। ২৬ বছর বয়সী ওই নারী মুম্বাই পুলিশের কাছে মামলাও দায়েরের পর অভিযুক্ত আনন্দ সিং নামের কাস্টিং এজেন্টকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

মুম্বাই পুলিশের বরাত দিয়ে হিন্দুস্তান টাইমসের খবরে বলা হয়েছে, ঘটনার শিকার হওয়া ওই নারী বেশ কিছুদিন আগে অনলাইন মাধ্যমে পরিচিত হন আনন্দ সিংয়ের সঙ্গে। অভিযুক্ত তাকে তখন জানান, তার সঙ্গে বলিউডের বড় বড় ব্যক্তির পরিচয়। তিনি কপিল শর্মা শোতে যুক্ত করে দেওয়ার বিষয়েও আশ্বাস দেন।

অভিযুক্ত আরও জানান, যদি তার অডিশন ভালো হয়, তাহলে তিনি শর্মা শোয়ের কাস্টিং ডিরেক্টরের কাছে নিয়ে যাবেন। এরপর এই নারী প্রাথমিক অডিশনের জন্য গিয়েছিলেন আনন্দর বাসাতে। সেখানে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে।

এরপরই ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ (ধর্ষণ), ৫০৬ (ফৌজদারি ভয় দেখানো) ধারায় একটি মামলা দায়ের ওই নারী। পরে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

বিষয়টি নিয়ে কপিল শর্মা বা এই শোয়ের সংশ্লিষ্টরা কেউ এখনও কোনো মন্তব্য করেনি।

সিংকে বৃহস্পতিবার আদালতে পেশ করা হবে বলে জানান তুলিঞ্জ থানার পুলিশ সাবইন্সপেক্টর রোহিনী ডাক।

সন্তানদের সময় দিতেই অভিনয় ছেড়েছিলাম: প্রীতি জিনতা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী প্রীতি জানিয়েছেন, সন্তানদের সময় দেওয়ার জন্যই নিজেকে অভিনয়ের জগত থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন।

অভিনেত্রী বলেন, 'আমি ইন্ডাস্ট্রিতে কাউকে ডেট করিনি। কোনো অভিনেতার সঙ্গে প্রেম করিনি। সবসময় পরিবারকে সময় দেওয়ার চেষ্টা করেছি। অনেকেই কাজ, অন্যর জীবন নিয়ে মাতামাতি ও প্রেম করে নিজের জীবনে বাঁচতে ভুলে যান। কিন্তু আমি সন্তান চেয়েছিলাম। পাশাপাশি ব্যবসাকে গুরুত্ব দিয়েছিলাম। সবকিছু মিলিয়ে ব্যক্তিগত জীবনে ফোকাস করেছিলাম। কেবল একজন ভালো অভিনেত্রী হয়ে পুরো জীবনটা একাকিত্বে কাটাতে চাইনি।'

প্রীতি মনে করেন, একজন নারী চাইলেও পুরুষের সমান হতে পারে না। তিনি বলেন, 'যেসব মহিলারা কাজ করেন তাদের সবাইকে বলতে শুনেছি, আমি সমতা চাই। একজন পুরুষের মতো কঠোর পরিশ্রম করতে চাই। তবে সত্যিটা হচ্ছে, প্রকৃতি আমাদের সেই সমতার পথে বড় অন্তরায়। কারণ মেয়েদের একটা বায়োলজিক্যাল ক্লক রয়েছে। যে কারণে প্রকৃতির কাছে হার মানতেই হবে। যে কাজ করছেন সেখানে কিছুটা সময় বিরতি দিয়ে ব্যক্তিগত জীবনে গুরুত্ব দিতে হবে।'

প্রীতি বলেন, 'এখন আমার বাচ্চাদের বয়স হয়েছে। তাই আবারও কাজে ফিরেছি। আমি কাজ ভালোবাসি, কিন্তু বাচ্চাদের ছেড়ে কাজ করতে গেলে অপরাধবোধে ভুগতাম। বারবার মনে হতো, যে সময়টা হারিয়ে ফেলছি তা আর ফিরে পাব না। আমার মেয়ে গিয়া ও ছেলে জয় আমার দিকে তাকিয়ে বলত, 'মা, প্লিজ আমাদের সঙ্গে থাকো,'। আমি তখন ওদের কথা শুনে কেঁদে ফেলতাম।

ক্যারিবিয় দ্বীপপুঞ্জে
বিধ্বস্ত দক্ষিণ আফ্রিকা

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন: দক্ষিণ আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যকার চলমান তিন ম্যাচ সিরিজে ঘরের মাটিতে দ্বিতীয় ম্যাচেই সিরিজ নিশ্চিত করেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এবার তৃতীয় ম্যাচ জিতে তারা হোয়াইট ওয়াশ করেছে সফরকারী দক্ষিণ আফ্রিকাকে।

২৬ মে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচে কিংস্টনে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

এর আগে ফন ডার ডুসেনের হাফসেঞ্চুরিতে ভর করে নির্ধারিত ওভার শেষে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৬৩ রান করে প্রোটিয়ারা। ডুসেন ৩১ বলে করেন ৫১ রান। বাকিদের মধ্যে উইয়ান মুল্ডার ৩৬, ডি কক ১৯, রায়ান রিকেলটন ১৮ ও প্যাট্রিক ক্রুগার ১৬ রান করেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে চার্লসের ব্যাটিং তান্ডবে ১৩.৫ ওভারে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে ওয়েস্ট ক্যারিবিয়রা। এর আগে প্রথম ম্যাচে ২৮ আর দ্বিতীয় ম্যাচে ১৬ রানে জিতেছিল তারা।

এক মৌসুম পরই
প্রিমিয়ার লিগে ফিরল সাউথ্যাম্পটন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন: এক মৌসুম পরই ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ফিরল সাউথ্যাম্পটন। চ্যাম্পিয়নশিপ প্লে অফ ফাইনালে লিডস ইউনাইটেডকে হারিয়ে ইংল্যান্ডের শীর্ষ লিগে জায়গা করে নিল দলটি।

লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে রবিবার (২৬ মে) দিবাগত রাতে লিডসকে ১-০ গোলে হারায় সাউথ্যাম্পটন। ২৪তম মিনিটে ব্যবধান গড়ে দেওয়া গোলটি করেন ইংলিশ ফরোয়ার্ড অ্যাডাম আর্মস্ট্রং।

ইংলিশ ফুটবলের দ্বিতীয় স্তর চ্যাম্পিয়নশিপের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে লেস্টার সিটি ও রানার্সআপ হয়ে ইপ্সউইচ টাউন আগামী মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগে ওঠে আগেই।

চ্যাম্পিয়নশিপের টেবিলে তিন নম্বরে ছিল লিডস, চারে সাউথ্যাম্পটন। প্লেঅফের লড়াইয়ে জিতে তৃতীয় ও শেষ দল হিসেবে প্রিমিয়ার লিগে উঠল সাউথ্যাম্পটন। টানা ১১ বছর শীর্ষ লিগে থাকার পর ২০২২-২৩ মৌসুমে অবনমন হয়েছিল দলটির।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ :
উইন্ডিজ দলে হোল্ডারের বদলি ম্যাককয়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর আগেই বড় ধাক্কা খেল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। চোটের কারণে দল থেকে ছিটকে গেলেন অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার জেসন হোল্ডার। তার বদলি হিসেবে ডাক পেলেন বাঁহাতি পেসার ওবেড ম্যাককয়।

২৭ বছর বয়সী ম্যাককয় ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে চলতি টি-টোয়েন্টি সিরিজে খেলছেন। এই সংস্করণে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে এখন পর্যন্ত ৩৩ ম্যাচ খেলে ৪৩ উইকেট নিয়েছেন তিনি।

ইংলিশ কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে খেলার সময় চোট পান হোল্ডার। উস্টারশায়ারের হয়ে এই মাসের শুরুতে তার সবশেষ ম্যাচে অপরাজিত সেঞ্চুরি করেন তিনি। ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ (সিডব্লিউআই) রোববার যে বিবৃতি দিয়েছে, সেখানে হোল্ডারের চোটের ধরন কিংবা সেরে উঠতে কতদিন লাগবে, তা জানানো হয়নি।

আগের ঘোষিত ১৫ সদস্যের দলের সঙ্গে ভ্রমণসঙ্গী রিজার্ভ হিসেবে পাঁচ জনের নাম ঘোষণা করেছে ক্যারিবিয়ানরা। তারা হলেন কাইল মেয়ার্স, ম্যাথু ফোর্ড, ফ্যাবিয়ান অ্যালেন, হেইডেন ওয়ালশ ও আন্দ্রে ফ্লেচার। মূল দলের কেউ চোটে পড়লে এখান থেকে নেওয়া হবে।

বিশ্বকাপে 'সি' গ্রুপে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে আছে পাপুয়া নিউ গিনি, উগান্ডা, নিউ জিল্যান্ড ও আফগানিস্তান। আগামী ২ জুন পাপুয়া নিউ গিনির বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শিরোপা পুনরুদ্ধারের অভিযান শুরু করবে দুবারের চ্যাম্পিয়নরা।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিশ্বকাপ দল: রভম্যান পাওয়েল (অধিনায়ক), আলজারি জোসেফ (সহ-অধিনায়ক), জনসন চার্লস, রোস্টন চেইস, শিমরন হেটমায়ার, শামার জোসেফ, ব্র্যান্ডন কিং, নিকোলাস পুরান, শেই হোপ, আন্দ্রে রাসেল, রোমারিও শেফার্ড, ওবেড ম্যাককয়, আকিল হোসেন, গুডাকেশ মোটি, শেরফেইন রাদারফোর্ড।

ভ্রমণসঙ্গী রিজার্ভ: কাইল মেয়ার্স, ম্যাথু ফোর্ড, ফ্যাবিয়ান অ্যালেন, হেইডেন ওয়ালশ, আন্দ্রে ফ্লেচার।

বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচে
বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলবেন না কোহলি!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আগামী ১ জুন থেকে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। একইদিন অবশ্য নিউইয়র্কের সদ্য প্রস্তুত স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ভারত। নাজমুল হোসেন শান্তদের জন্য নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়ার মোক্ষম সুযোগ এটি। তবে সেই ম্যাচে নাও খেলতে পারেন বিরাট কোহলি। এমন ইঙ্গিতই মিলেছে ভারতীয় গণমাধ্যমের রিপোর্টে।

দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস বলছে, শনিবার ভারতের প্রথম গ্রুপ বিশ্বকাপ খেলতে যুক্তরাষ্ট্রে উড়াল দিয়েছেন। ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা, হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড়, ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠোর ও আরও কয়েকজন খেলোয়াড় মুম্বাই থেকে ফ্লাইট ধরলেও ছিলেন না কোহলি। তার সঙ্গে ছিলেন না হার্দিক পান্ডিয়াও।

আইপিএলের প্লে-অফ থেকে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিদায়ের পর বিসিসিআইয়ের কাছ থেকে ছুটি চেয়েছেন কোহলি। সব ঠিক থাকলে আগামী ৩০ মে যুক্তরাষ্ট্রের বিমানে উঠবেন কোহলি। হার্দিকও সম্ভবত দ্বিতীয় পর্যায়ে যাবেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে। ফলে ১ জুন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একমাত্র প্রস্তুতি ম্যাচ খেলা হবে না তাদের।

জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা সংক্রান্ত কিছু কাজ বাকি রয়েছে কোহলির। তাই তিনি নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী শনিবার যেতে পারেননি। অন্যদিকে, ভারতীয় দলের সহ-অধিনায়ক হার্দিক এখন রয়েছেন লন্ডনে। তিনি সেখান থেকে সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। তবে হার্দিক কবে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন, তা নিশ্চিত করে জানা যায়নি।

বিসিসিআইয়ের এক কর্মকর্তা বলেন, কোহলি আমাদের আগেই জানিয়েছিল যে সে দেরিতে দলের সঙ্গে যোগ দেবে এবং সে কারণে বিসিসিআই তার ভিসা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেরিতে ঠিক করেছে। ৩০মে ভোরে নিউইয়র্কের উদ্দেশে সে উড়াল দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিসিসিআই তার অনুরোধ মেনে নিয়েছে।

ভারতের বিশ্বকাপ শুরু হবে ৫ জুন আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে। পরের ম্যাচ ৯ জুন পাকিস্তানের বিপক্ষে। এরপর যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার সঙ্গে বাকি দুটি গ্রুপ ম্যাচ১২ও১৫ জুন।

কলকাতার মান রাখলেন
২৫ কোটির স্টার্ক

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আইপিএলের ১৭তম আসরের নিলাম থেকে লড়াই করেই রেকর্ড ২৪ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে মিচেল স্টার্ককে দলে ভিড়িয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। সে সময় কলকাতার টিম ম্যানেজমেন্টের এমন সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করেছিল ক্রিকেট বিশ্লেষকরা।

এ ছাড়াও স্টার্ক এতো অর্থ পাওয়ার যোগ্য কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন অনেকে। তবে ভারতের মাটিতে অজিদের বিশ্বকাপ জেতানো এই ক্রিকেটারের উপর ভরসা রেখেছিল কলকাতা। তার প্রতিদানও দিয়েছেন এই অজি পেসার। সেমিফাইনালে এবং ফাইনালে দলকে উড়ন্ত সূচনা এনে দেন তিনি।

তবে এবারের আইপিএলের শুরুটা মোটেও ভালো হয়নি স্টার্কের। লিগ পর্বের ম্যাচগুলোতে খরচে বোলিংয়ে তোপের মুখে পড়তে হয়েছিল তাকে। লিগ পর্বের ১৩ ম্যাচে ১৪ দশমিক ৯৩ ইকনোমিতে বল করে ৩৯৯ রান খরচ করে পেয়েছিলেন মাত্র ১৩ উইকেট।

লিগ পর্বে দলের জয়ের সেই ভাবে অবদান না রাখতে পারলেও নক আউট পর্বে কাজের কাজটা ঠিকই করে দিয়েছেন এই অজি পেসার। সেমিফাইনালে হায়দরাবাদের বিপক্ষে ইনিংসে দ্বিতীয় বলে পুরো টুর্নামেন্টে ব্যাট হাতে রাজত্ব করা ট্রাভিস হেড বোল্ড করে সাজঘরে ফেরান স্টার্ক।

সেখান থেকেই ম্যাচের মোমেন্টাম হাতে পেয়ে যায় কলকাতা। এরপর নিতিশ কুমার এবং শাহবাজ আহমেদের গুরুত্বপূর্ণ দুটি উইকেট তুলে নেন তিনি। চার ওভারে ৩৪ রান খরচ করে তিন উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হন স্টার্ক।

স্টার্ক যে বড় ম্যাচের খেলোয়াড় তা আরও একবার প্রমাণ করেছেন ফাইনালে। ইনিংসের পঞ্চম বলে হায়দরাবাদের মারকুটে ব্যাটার অভিষেক শর্মাকে বোল্ড করে কলকাতা উড়ন্ত সূচনা এনে দেন এই তারকা পেসার। দ্বিতীয় ওভারে উইকেট না পেলেও নিজের তৃতীয় ওভারে রাহুল ত্রিপাঠীকে ক্যাচ আউটের ফাঁদে ফেলেন তিনি।

এই ম্যাচে তিন ওভারে ১৪ রান খরচ করে দুই উইকেট তুলে নিয়েছেন স্টার্ক। মূলত এই অজি পেসারের শুরু ধাক্কা সামলাতে না পেরে ১১৩ রানে অলআউট হয় হায়দরাবাদ। ১৫ ম্যাচে ৪৪৭ রান খরচ করে মোট ১৮ রান শিকার করেছেন স্টার্ক।

বিশ্বকাপের বিমানে
নেই কোহলি-হার্দিক!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আইপিএল ফাইনালের মহারণে নেই ভারতের বিশ্বকাপ স্কোয়াডের কেউ। যে কারণে রোহিত শর্মার নেতৃত্বে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে আমেরিকার উদ্দেশে দেশ ছেড়েছে ভারতীয় ক্রিকেট দল।

রোহিতদের সঙ্গে আমেরিকা যাননি দলের গুরুত্বপূর্ণ দুই সদস্য বিরাট কোহলি এবং হার্দিক পান্ডিয়া। অথচ এই দুই ক্রিকেটারের দলই ছিটকে গিয়েছে আইপিএল থেকে।

জানা গেছে, আগামী ৩০ মে আমেরিকার বিমানে উঠবেন কোহলি। হার্দিকও সম্ভবত দ্বিতীয় পর্যায় যাবেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে। ফলে ১ জুন বাংলাদেশের বিপক্ষে একমাত্র প্রস্তুতি ম্যাচ খেলা হবে না তাদের।

আমেরিকার ভিসা সংক্রান্ত কিছু কাজ বাকি রয়েছে কোহলির। তাই তিনি নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী শনিবার যেতে পারেননি। অন্যদিকে, ভারতীয় দলের সহ-অধিনায়ক হার্দিক এখন রয়েছেন লন্ডনে। তিনি সেখান থেকে সরাসরি আমেরিকায় দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। তবে হার্দিক কবে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন, তা নিশ্চিত করে জানা যায়নি।

৩০ মে আমেরিকায় যাওয়ার কথা সঞ্জু স্যামসন, যশস্বী জয়সওয়াল, যুজবেন্দ্র চাহালদের। তাদের সঙ্গে আমেরিকা যাবেন কোহলি। উল্লেখ্য, বিশ্বকাপে ভারতের প্রথম খেলা ৫ জুন আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে। ৯ জুন রোহিতদের প্রতিপক্ষ পাকিস্তান।

ভারতের বিশ্বকাপ স্কোয়াড

রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), যশস্বী জয়সওয়াল, বিরাট কোহলি, সূর্যকুমার যাদব, ঋশভ পন্ত, সঞ্জু স্যামসন, হার্দিক পাণ্ডিয়া, শিবাম দুবে, রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব, যুজবেন্দ্র চাহাল, আর্শদীপ সিং, যসপ্রীত বুমরাহ ও মোহাম্মদ সিরাজ।

রিজার্ভ দল: শুভমান গিল, রিঙ্কু সিং, খলিল আহমেদ ও আবেশ খান।

জাভিরা কাঁদে না কাঁদায়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : যে দেশে গুণীর কদর নেই, সে দেশে গুণী জন্মায় না এমন উক্তি যেন বার্সার সঙ্গে বেশ মানায়। গত কয়েক বছর তারা নিজেদের ক্লাব ইতিহাসের সেরা ফুটবলারদের সঙ্গে যেমন আচরণ করেছে, সেটা নিশ্চিতভাবে প্রশ্নবোধক। দিয়েগো ম্যারাডোনা, রোনালদিনহো, লিওনেল মেসি, জেরার্ড পিকে; এর পর জাভি হার্নান্দেজ। এদের কাউকেই পূর্ণ সম্মান দিতে পারেনি কাতালানরা। প্রয়োজনে তাদের ব্যবহার করে ছুড়ে ফেলতেও দ্বিধাবোধ করেনি। সর্বশেষ জাভির সঙ্গে এমন কিছুই হলো।

যাঁকে রাখার জন্য মাসখানেক আগেও বার্সার কর্তার নাওয়া-খাওয়া বন্ধ, সেই জাভিকে নামমাত্র একটা অজুহাতে বরখাস্ত করে দিল। তবু বিন্দুমাত্র মন খারাপ হয়নি জাভির। উল্টো হাসিমুখে বার্সার জন্য শুভকামনা জানিয়ে ছাড়েন সংবাদ সম্মেলন। বলে গেলেন যতদিন থাকবেন, বার্সার সমর্থক হয়েই থাকবেন। ক্লাবের কোনো দায়িত্বে না থাকলেও দর্শক হিসেবে গ্যালারিতে থেকে সর্বদা সমর্থন জুগিয়ে যাবেন।

আজ রাতে সেভিয়ার বিপক্ষে মৌসুমের শেষ ম্যাচই জাভি ও তাঁর সহকারীদের বার্সায় কোচিং স্টাফের সদস্য হিসেবে শেষ ম্যাচ হয়ে থাকবে। তার আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আবেগঘন বার্তায় জাভি লিখেছেন, 'প্রিয় বন্ধুরা, রোববার বার্সার সঙ্গে আমার যাত্রা শেষ হতে চলেছে। প্রাণের ক্লাবকে ছেড়ে যাওয়া কখনোই সহজ ব্যাপার নয়। তবে আমি খুবই গর্বিত। যে ড্রেসিংরুমকে আমি দ্বিতীয় পরিবার মনে করি, সেই ড্রেসিংরুমের প্রধান হিসেবে আড়াই বছর কাটাতে পেরেছি।'

আরও কিছুদিন থাকতে পারলে ভালো হতো জাভির জন্য। সেই পরিকল্পনা করেই নতুন ছক এঁকেছিলেন। আশা ছিল লা মাসিয়া থেকে আরও কয়েকজন খেলোয়াড় তুলে আনবেন। সেই সঙ্গে নতুন কিছু খেলোয়াড় রিক্রুট করবেন, যাতে ২০২৩-২৪ মৌসুমের হতাশাটা মুছতে পারেন। কিন্তু শুরুর আগেই সব শেষ। তাতে অবশ্য আক্ষেপ নেই জাভির। বার্সার সঙ্গেই থাকবেন তিনি, 'রোববারের পর থেকে আরেকজন বার্সা-ভক্ত হিসেবে তালিকায় যুক্ত হবো। খেলা অলিম্পিক স্টেডিয়ামে হোক কিংবা কয়েক মাস পর নতুন ক্যাম্প ন্যুতে হোক, আমাকে গ্যালারিতে দেখতে পাবেন।'

বার্সার কর্তারা অতীত ভুলতে পারেন কিন্তু জাভি সমর্থকরা ঠিকই মনে রাখবেন তাঁর অবদান। যখন তিনি বার্সায় কোচ হিসেবে এসেছিলেন, তখন সময়টা একেবারে বাজে ছিল। লা লিগায় প্রায় ডুবে যাচ্ছে বার্সা। তালিকার নয়ে চলে যায় দলটি। জাভি যোগ দেওয়ার পর সেই ডুবন্ত বার্সায় আশার আলো ফোটে। নয় থেকে ক্লাবটি দুইয়ে উঠে আসে। এর পর লা লিগা আর সুপার কাপও ঘরে তোলে বার্সা। কিন্তু সময় বদলাতেই সব যেন ভুলে গেল তারা। পান থেকে চুন খসতেই ক্লাবের প্রেসিডেন্ট বিদায় করে দিলেন জাভিকে। তবে একজন খেলোয়াড়, কোচের চেয়ে সমর্থক হিসেবেই তিনি বার্সাকে বেশি ভালোবেসেছেন, 'খেলোয়াড় বা কোচের আগে আমি একজন বার্সেলোনা-ভক্ত এবং ক্লাবের জন্য যেটা সবচেয়ে ভালো, আমি সেটাই চাই। যে কোনো পরিস্থিতিতে তারা আমাকে পাশে পাবে।'

মুখে যা বললেন, সব কী সেটাই? মনে হয় না। এটা ঠিক বার্সা জাভির প্রাণের ক্লাব। যার প্রতি কোনো আক্ষেপ বা অভিমান তাঁর নেই। কিন্তু ক্লাবটি যারা চালাচ্ছেন, তাদের মুখটা দ্বিতীয়বার হয়তো আর দেখতে চাইবেন না তিনি। তবে এখানেই যে কোচিং ক্যারিয়ারের ইতি টানবেন, তেমনটাও নয়। নতুন করে নতুন কোথাও আবার ডাগআউটে দেখা যাবে তাঁকে। শোনা যাচ্ছে, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড তাঁকে কোচ করতে চায়। তবে সেটা নির্ভর করছে এরিক টেনের ফাইনাল পরীক্ষার (এফএ কাপ ফাইনাল) রেজাল্টের ওপর।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR